কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহনমূলক আলোচনাসভা

স্থান–চাপরতলা (পূর্ব) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

তারিখ–২১/১১/২০১৪

আয়োজনে– কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন ও চাপরতলা (পূর্ব) সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়

১. গত ২১শে নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার পূর্বচাপরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক এক অংশগ্রহণমূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকাটি ছিল কৃষক অধ্যুষিত সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশ। সভাটি ঘিরে এলাকার কৃষকদের মাঝে উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ বিরাজ করে। স্থানীয় কৃষকছাড়াও ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, মাদ্রাসার শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বার, ইমাম, কলেজ-মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

২. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. শফিকুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসিবে উপস্থিত ছিলেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব ইলিয়াস মিয়া এবং কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের কোর ঃবধস -সদস্য জনাব একরাম হোসেন।

৩. সভার শুরুতে জনাব একরাম হোসেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে পরিচিতিমূলক বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর কম দেশেই আমাদের মতো শহর বাড়ছে। এলাকার মানুষ আপনারা বাংলাদেশকে বহুবছর দেখেছেন খোলামেলাভাবে, আমাদের কত খোলা মাঠ ছিল, ধানী জমি ছিল, ছিল অনেক জলাশয়। ১৯৭১ সালে আমাদের জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে সাত কোটি আর এখন প্রায় ষোল কোটি। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ হচ্ছে একেকটি নিবিড় শহর গড়ে তোলা, যাতে আমাদের সবুজ জলাশয়-কৃষিজমিগুলো আর ধ্বংস না হয়।

৪. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড.আবুল হোসেন। ড.আবুল হোসেন বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঐতিহ্যের জায়গা, অনেকদিন ধরে ইচ্ছা ছিল আপনাদের এইখানে একটা প্রোগ্রাম করার। থানা পর্যায়ে এসে, একেবারে গ্রামাঞ্চলে যারা বসবাস করেন তাদেরকে সাথে নিয়ে।অল্পকথায়, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ হচ্ছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না থাকা শহর। এলোমেলোভাবে না থেকে আমরা সবাই যদি একত্রে এক জায়গায় বসবাস করতে পারি, তাহলে আমাদের কৃষিজমি হ্রাসের পরিমাণ কমে যাবে। সাথে সাথে আমাদের প্রবৃদ্ধিও বাড়বে। একেকটা কমপ্যাক্ট টাউনশিপে থাকবে সকল ধরনের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা।

৫. **কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন** একটা প্রতিষ্ঠান, এর সভাপতি হচ্ছেন প্রফেসর ড.সেলিম রশিদ। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ - এ বিষয় নিয়ে বহুবছর গবেষণা হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় আঠারো বছর ধরে গবেষণা করা হয়েছে। প্রতিবছর ১% করে কৃষিজমি কমে যাচ্ছে সরকারি হিসেবেই। ২০৫০ সাল নাগাদ আমাদের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২৪–২৮কোটিতে। এটা একটা প্রজেকশন। তখন আমাদের সমাধানগুলি কী হবে? আমাদের নিজস্ব, দেশীয় সমাধান? ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আমরা যেসব বাড়িঘর গড়ে তুলছি, তাতে কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে, জলাশয় নষ্ট হচ্ছে, যেখানে সেখানে ইটের ভাটা হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এগুলো থেকে যাতে মুক্তি পাওয়া যায়। সেসবের সমাধানই হচ্ছে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ (ঈঞ)। এদিক সেদিক এলোমেলোভাবে বাড়িঘর না তুলে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় আমাদের বসতি গড়ে তুলবো আমরা; কমপ্যাক্টভাবে। যেখানে স্কুল, চিকিৎসা সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যাবে।

মুক্ত আলোচনা :

১. প্রথমে প্রবাসী মো. আবদুল্লাহ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আজকে আমরা যে আলোচনায় বসেছি তা পরিকল্পিত নগরায়ন নিয়ে। আমাদের দেশে শত শত বিঘা জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি সেগুলো নিয়ে নিচ্ছে। বর্তমানে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন আছি কিন্তু ২০৫০সালে আমাদের খাদ্য আসবে কোথকে? কোনো মহামারি যদি ঘটে তাহলে হয়তো ব্যালেন্স আসবে। আমি সৌদি আরবে আর দুবাইয়ে ছিলাম, সেখানে শত শত বিঘা জমি পড়ে আছে। কিন্তু তাদের দেশে চাইলেই যে কেও যেখানে ইচ্ছা ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারে না। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তারা ঘরবাড়ি গড়ে তোলে। আরবে বেদুঈন বলে একটি জাতি আছে কেবল তারাই মরুভূমিতে তাঁবু গেড়ে বসবাস করে।

২. ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কুদ্দুস মিয়া বলেন, আজকে আপনারা এখানে আসাতে ভালো হয়েছে। ব্যাপারটা আমরা অনুভব করছি। এটা বুঝলাম যে, ব্যাপারটাকে আরো দুইচারজন মানুষের কাছে প্রচার করতে হবে। আমাদের একপাশ দিয়ে শিল্প কারখানা হচ্ছে, পঞ্চাশ বিঘা জমি নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, তারা চারদিক ঘিরে ফেলছে।
আপনাদের মাধ্যমে যাতে বিষয়টা সুষ্ঠু সমাধান পায়।

৩. স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আপনাদের উদ্দেশ্য খুব ভালো। ভালোর জন্যই এখানে এসেছেন। শিল্পকারখানা আর যেইসব কারণে আমাদের আবাদী জমিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেইসব যাতে বাঁচতে পারে। তাহলে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি লাভ হবে।

৪. শিক্ষক মোর্শেদ মোল্লা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, সমস্যা শুরু হওয়ার আগেই আমাদের সমাধানের পরিকল্পনাগুলো নেওয়া দরকার। এই প্রেক্ষাপটে আজকের মিটিংটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। ছড়িয়েছিটিয়ে বাড়িঘর না করে ছোট জায়গা নিয়ে বাড়ি করলে আমাদের মঙ্গল হবে।

৫. প্রধান শিক্ষক পার্থ প্রতিম দাস এর মতে, সবগুলো ছোট শহরে যদি একটা করে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা যায়, তাহলে অবশ্যই সফল হওয়া যাবে। এইটা জরুরি। সাথে স্কুল চাই, হাসপাতাল চাই, শহরের সাথে সংযোগের রাস্তা চাই, ইলেট্রিসিটি এইসবের সুবিধাগুলিও থাকা চাই।

৬. শাহিদা খাতুন বিষয়টির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, আপনাদের সাথে একমত, আপনারা যে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ নিয়ে কথা বলছেন, তাহলে তো আমরা সবাই সুন্দর করে বসবাস করতে পারি।

৭. মাকসুদা খানমের মত হচ্ছে, বিষয়টি খুবই ভালো তবে বাস্তবায়ন করতে গেলে হয়তো কিছুটা কষ্ট হবে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠিন ব্যাপার হয়ে সামনে দাঁড়াতে পারে।

৮. নাসিরনগর ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী মাশহুদা আক্তার বলেন, আমাদের দেশ ঘনবসতির দেশ, যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সে হারে আর কোনোকিছুই তো বাড়ছে না। সেজন্য আমাদের ভাবতে হবে যাতে সমস্যা না হয়। আমাদের শিশুদের পুষ্টির অভাব। ১জনের খাদ্য যদি দুইজনে মিলে খায় তবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে কোথা থেকে?

৯. মাওলানা মনিরুল ইসলাম বলেন, বাস্তবায়ন যাতে হয়। আমি-আপনি সবাইকে মিলে উদ্যোগ নিতে হবে। জায়গা জমি কিভাবে রাখা যায় এরজন্য আসলে বিকল্প কর্মসংস্থানও দরকার।

১০. সহকারী শিক্ষক মনিরুজ্জামান বলেন, আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে, খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে গাণিতিক হারে। দেখা যায় একটা পরিবারের সন্তানেরা বিয়ের পর আলাদা আলাদা বাড়ি তোলে। এভাবে যেতে যেতে একটা সময় দেখা যায় যে, আর জমি নাই।

সভায় যেসবগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন/ বিষয় সামনে আসে সেগুলো হলো—

—কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়তে গেলে স্পেশাল ফ্যাসিলিটিগুলো থাকতে হবে।

—ইচ্ছে করলে কেউ যেখানে সেখানে বাড়ি করতে পারবে না, এমন সরকারি নীতিমালা দরকার।

—সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যদি কিছুটা কমে আসে তাহলে কাজ এগিয়ে নিতে সুবিধা হবে।

—ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিভাবে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা যাবে?

—জলাশয় যাতে থাকে, মাছ যাতে খেতে পারি।

—মানুষের কাছে আরো প্রচার করা দরকার।

—প্রয়োগ করা হয়তো কঠিন ব্যাপার হবে।

—জনসংখ্যা বাড়ছে, চিকিৎসা দরকার, কর্মসংস্থান দরকার?

—আপনারা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। সবাই মিলে উদ্যোগ নিতে হবে কিভাবে জমি রাখা যায়।

—সমস্যা সৃষ্টির আগেই সমাধানের পরিকল্পনাগুলো নেওয়া দরকার।

—যারা অনেক টাকা পয়সার মালিক, ইন্ডাস্ট্রির মালিক তারা তো এইটা করতে গেলে বাধা দিবে।

সবার আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ডা. শফিকুর রহমান সভাপতির বক্তব্যে বলেন, আজকে উনারা যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে এসেছেন তা আসার দরকার ছিল। কারণ আমাদের চোখের সামনে এইসব ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে। যা হোক, এজন্য আমাদেরও উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষ কোনোকিছু বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে তা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আমরা সুন্দর একটা পৃথিবী, সুন্দর একটা আবাসন, সুন্দর একটা পরিবেশ পাব। পরিশেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।